ত্রৈমাসিক
আমিক বার্তা
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক, মাদক ও এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ কার্যক্রম আমিক-এর মুখপত্র

বাংলাদেশ এইচআইভিতে আক্রান্তের হার ২৫ শতাংশেরও বেশি হারে বেড়ে গেছে

এইডস একটি ঘাতক ব্যাধি। এই ব্যাধি থেকে রক্ষা পেতে প্রয়োজন সচেতনতা। এই লক্ষ্যে ২৯ আগস্ট স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ১৯টি মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পার্সনদের সাথে উচ্চ পর্যায়ের এক এডভোকেসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। অতিরিক্ত সচিব মোঃ সফিকুল ইসলাম লস্কর-এর সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব এম এম নিয়াজউদ্দিন। সেভ দ্যা চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনাল-এর গ্লোবাল ফান্ড, আরসিসি-২ প্রকল্পের সহযোগিতায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন যৌথভাবে এই সভার আয়োজন করে।

সভায় যে সব মন্ত্রণালয়ে ফোকাল পার্সনদের উপস্থিত ছিলেন সেসব মন্ত্রণালয়গুলো হলো- আইন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, তথ্য, শিক্ষা, মহিলা ও শিশু বিষয়ক, শ্রম, স্থানীয় সরকার, সমাজকল্যাণ, পররাষ্ট্র, ধর্ম, স্বরাষ্ট্র, যুব ও ক্রীড়া, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক, শিল্প, গৃহায়ণ ও গণপূর্তসহ ১৯টি মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পার্সনরা অংশগ্রহণ করেন। সরকারি প্রতিনিধিদের পাশাপাশি ইউএনএইডস, ইউএসএইড, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, এফএইচআই, ইউনিসেফ, ইউএনএফপি এর প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বক্তারা বলেন, ইউএনএইডস-এর আঞ্চলিক ফ্যাক্টশিট-২০১২ অনুযায়ী, বাংলাদেশ দেশে এইচআইভিতে আক্রান্তের হার ২৫ শতাংশেরও বেশি। ইউএসএইড এটাকে সুপ্ত ঘাতক হিসেবে চিহ্নিত করেছে। কিন্তু বাংলাদেশকে সুপ্ত মহামারীর দেশ হিসেবে চিহ্নিত করে নি। এ কারণে এটা সন্তোষজনক বলার কোনো কারণ নেই। কারণ এইচআইভি আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

তারা আরো মন্তব্য করেন যে বর্তমানে এইচআইভি এইডস্-এর অবস্থা বিবেচনা করে এবং এইচআইভি এইড্স প্রতিরোধে এমআরপি প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকৃত উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সংসদ সদস্য, এই সংক্রান্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, সাংবাদিকসহ এই সংক্রান্ত পেশাজীবি ব্যক্তিদের সাথে এ্যাডভোকেসি মিটিং-এর প্রয়োজন।

আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে এইচআইভি এইডস্ বিষয়ে সেবা ও তথ্য প্রদানের জন্যে স্থান বরাদ্দ করা হবে

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং সেভ দি চিলড্রেন এর আয়োজনে গ্লোবাল ফান্ড-আরসিসি, ফেজ-২ এর আওতায় বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ২৯ সেপ্টেম্বর এইচআইভি/এইডস্ বিষয়ক এডভোকেসী সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভার সভাপতিত্ব করেন উক্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব খোরশেদ আলম চৌধুরী। তিনি এই বিষয়টিকে বিশেষ গুরত্ব দিয়ে বলেন, অভিবাসী বা যারা বিদেশে গমন করছেন এবং বিদেশ থেকে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করছেন তাদের জন্যে এইচআইভি এইডস্ বিষয়ক তথ্য ও সেবা দেবার লক্ষ্যে সেবাকেন্দ্র স্থাপনের জন্যে ট্রানজিট পয়েন্টে স্থান বরাদ্দ করার উদ্যেগ গ্রহণ করা হবে।

এছাড়াও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় তথা এনএএসপিকে এইচআইভি এইডস্ এর কার্যক্রমের সাথে সংশিষ্ট সকল মন্ত্রালয়ের সাথে সমন্বিত সেবা প্রদানের জন্যে ভূমিকা নিতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিদেশ ফেরত এ ধরনের অভিবাসীদের জন্যে বড় হাসপাতালগুলোতে দুই থেকে তিনটি শয্যা বরাদ্দ দেয়া যেতে পারে।

উক্ত সভায় বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, সকল যুগ্ম সচিব, উপ-সচিব এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় থেকে একজন করে প্রতিনিধিসহ মোট ৫১ জন অংশগ্রহণ করেন।

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ সরকার এবং এ দেশের বিভিন্ন সংস্থা এইচআইভি প্রতিরোধের লক্ষ্যে কাজ করছে। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে সেভ দা চিলড্রেন এর গ্লোবাল ফান্ড-আরসিসি, ফেজ-২ প্রকল্পের এর অধীনে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন আমিক জাতীয় এইড্স কমিটি তে আছে এমন ১৯ টি ফোকাল মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয় এর সাথে এইচআইভি প্রতিরোধে সচেতনতামূলক উচ্চ পর্যায়ের এডভোকেসি সভা শুরু করেছে।

এইড্স এর মত আরেক জীবন ঘাতক হলো মাদক যা আমাদের দেশের সমাজে বর্তমানে সবচেয়ে বড় সমস্যা স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় এর শিক্ষার্থী দের মধ্যে মাদক ব্যাবহার প্রবণতা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমিক তার মাদক বিরোধী কার্যক্রমের মাধ্যমে নিরলসভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে দেশের এই কঠিনতম সমস্যা মোকাবেলায় ভূমিকা রাখার জন্যে। এ ক্ষেত্রে মাদকের চিকিৎসা নিতে আসা ব্যক্তিদের অভিভাবকদের সাথে নিয়মিত পারিবারিক সভা, মাদক নিয়ন্ত্রণ এ সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সাথে সমন্বয় সভা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে সভা। এছাড়াও আমিক-এর মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পূনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর সেবা কার্যক্রম আরো কার্যকরী ও মানসম্মত করতে স্টাফদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন করেছে।

সংশোধিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে সরকারকে মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম পরিচালনায় সাহায্য এবং রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার মানুষদের মাঝে তামাক বিরোধী জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাউল গানের মাধ্যমে ধূমপানের বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক ও সংশোধীত আইনের নতুন দিক তুলে ধরে ভ্রাম্যমান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, রেস্তোরাঁগুলোতে ধূমপান প্রতিরোধের লক্ষ্যে নিয়মিত দেশের বিভিন্ন জেলার রেস্তোরাঁ মালিকদের সাথে রেস্তোরাঁ ধূমপানমুক্ত রাখার উপর কর্মশালা করা হচ্ছে।

সম্প্রতি আমিক এর মাতৃ স্বাস্থ্য সেবা প্রকল্প আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার প্রোগ্রামের আওতায় বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। আরবান এর মাতৃসেবা স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম সম্পর্কে সবাইকে তথ্য দিতে ভ্রাম্যমান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এছাড়া গার্মেন্টস কর্মীদের মাঝে যক্ষা নিয়ন্ত্রণে অরিয়েন্টশনমূলক সভা করা হয়েছে। আমিক তার এইসব চলমান উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে জনগণের কল্যাণে প্রতিনিয়ত ভূমিকা রেখে চলেছে এবং আগামীতেও রাখবে।

ত্রৈমাসিক আমিক বার্তা

৪র্থ বর্ষ ■ ১২ সংখ্যা ■ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৩

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ইকবাল মাসুদ

সম্পাদকীয় পরিষদ
এ. কে. এম. আনিসুজ্জামান, শেখর ব্যানার্জি, উম্মে জান্নাত

পরিমার্জন ও গ্রন্থনা
লুৎফুন নাহার তিথি

গ্রাফিক্স ডিজাইন
সেকান্দার আলী খান

প্রিজন ট্রেনিং ইনিষ্টিটিউট এ বাংলাদেশের এইচআইভি এইডস্ সম্পর্কে অবহিতিকরণ শীর্ষক ওরিয়েন্টেশন

গত ৩০ সেপ্টেম্বর প্রিজন ট্রেনিং ইনিষ্টিটিউটে অনুষ্ঠিত হলো বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ও অধিদপ্তরের সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ে 'বাংলাদেশে এইচআইভি এইডস্ সম্পর্কে অবহিতিকরণ শীর্ষক একটি ওরিয়েন্টেশন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ইকবাল মাসুদের পরিচালনায় এই ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন আজম ই সাদাত, ডেপুটি সেক্রেটারি, স্বাস্থ্য ও পরিবার

কল্যাণ মন্ত্রণালয়। আরো উপস্থিত ছিলেন ডাঃ আব্দুল ওয়াহেদ, লাইন ডিরেক্টর, এনএএসপি, লিও কেনি, কান্ট্রি কোঅর্ডিনেটর, ইউএনএইডস। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ ইকবাল, মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। সভায় সভাপতিত্ব করেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) মোঃ আশরাফুল ইসলাম খান, আইজি প্রিজন।

উক্ত আলোচনা সভায় বাংলাদেশে এইচআইভি/এইডস কার্যক্রমের অগ্রগতি এবং ভবিষ্যত কার্যক্রমের সম্ভাব্য অগ্রাধিকার নিয়ে আলোচনা করেন সেভ দ্যা চিলড্রেন-এর প্রতিনিধিবৃন্দ। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন দেশের কারাগারগুলোতে এইচআইভি/এইডস্ প্রতিরোধ এবং সচেতনতামূলক যে কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন আমিকের প্রোগ্রাম অফিসার জাহিদ ইকবাল।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সম্পর্কে জানতে ভিজিট করুন...
www.amic.org.bd

জেলা কারাগারে এইচআইভি এইডস্ প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ বিষয়ক অংগসংগঠন ইউনাইটেড নেশনস অফিস ড্রাগ এন্ড ক্রাইম (ইউএনওডিসি) রোজা- এইচ-৭১, প্রকল্পের সহযোগিতায় আমিক- ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন বাংলাদেশের কারাগারগুলোতে এইচআইভি/এইড্স, যৌনবাহিত রোগ ও মাদক প্রতিরোধে বিভিন্ন সেবা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। ৬টি কারাগারে ১ম ও ২য় বর্ষের

কার্যক্রম সফলতার সাথে সম্পন্ন হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৬ জুলাই সাতক্ষীরা এবং ৩১ জুলাই ফরিদপুর জেলা কারাগারে এইচআইভি এইডস্ বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালাগুলোতে কারাগারসমূহের সিনিয়র জেল সুপার, জেলার, কারা কর্মকর্তা, কারারক্ষী এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন (আমিক) এর প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এই প্রশিক্ষণ কর্মশালাগুলোর মাধ্যমে ২টি কারাগারের মোট ৭০জন কারা প্রতিনিধি প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

দেশে প্রায় ২৮ ভাগ নারী ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য গ্রহণ করে

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে তামাকের ব্যবহার ও নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য সমস্যা শীর্ষক একটি আলোচনা সভা ২৫ জুলাই ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের অঞ্চল-১ এর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অঞ্চল-১ এর আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ নুরুজ্জামান শরিফের সভাপতিত্বে আলোচনা

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ব্রিগেঃ জেঃ (ডাঃ) মোঃ আফজালুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির সভাপতি কমরউদ্দীন আহমেদ (খোকন), ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন অঞ্চল-৪ এর সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও আরবান প্রাইমারি হেলথ্ কেয়ার এর প্রোগ্রাম অফিসার মাহমুদা আলী, অঞ্চল-১ এর সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা আজিজুন নেছা। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রকল্প সমন্বয়কারী একেএম আনিসুজ্জামান। সভায় তামাকের ব্যবহার ও নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন মাহফিদা দিনা রুবাইয়া এবং ডাঃ নায়লা পারভিন।

সভায় বক্তারা বলেন, দেশে তামাকের ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে। সেই সাথে বাড়ছে বিভিন্ন স্বাস্থ্যগত সমস্যা। দেশের নারীদের মাঝে ধূমপানের প্রবণতা কম হলেও দেশে প্রায় ২৮ ভাগ নারী ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত দ্রব্য গ্রহণ করে। তাছাড়া দেশের প্রায় এক কোটি নারী পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হয়, যা প্রত্যক্ষ ধূমপানের মতোই ক্ষতিকর। তামাকের এই বহুল ব্যবহারের ফলে নারীর প্রজনন স্বাস্থ্যের উপরও নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে যা বিবেচনায় আসছে না। এ বিষয়ে ব্যাপক প্রচারণা ও জনসচেতনতা দরকার।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অমান্য তিনটি প্রতিষ্ঠানকে ৫৫ হাজার টাকা জরিমানা

ধূমপান ও তামাকজাত দব্য (ব্যবহার) নিয়ন্ত্রণ আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের এ্যাসিসটেন্ট কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সারাহ সাদিয়া তাজনীন গত ৯ জুলাই, ২৭ আগস্ট এবং ২৬ সেপ্টেম্বর ঢাকা, আদালত প্রাঙ্গনসহ রায়সাহেব বাজার, মহাখালী এলাকায় তিনটি পৃথক ভ্রাম্যমান আদালত

পরিচালনা করেন। এই ভ্রাম্যমান আদালতগুলো পরিচালনাকালীন সময়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পাবলিক প্লেস হিসেবে আদালত প্রাঙ্গনে ধূমপান করার জন্য ১৩ জন ব্যক্তিকে ও আজাদ সিনেমা হলে ধূমপান করার জন্য একজন ব্যক্তিসহ সর্বমোট ১৪ জন ব্যক্তিকে এক হাজার সাতশত টাকা জরিমানা করেন। পাশাপাশি আজাদ সিনেমা হলের পাশে, রায়সাহেব বাজার, সিএমএম কোর্ট প্রাঙ্গন ও ডিসি অফিস কোর্ট প্রাঙ্গনে ভ্রাম্যমান দোকানে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন সম্বলিত বক্সে কালো রং দিয়ে প্রলেপ দেয়া হয়। সেই সাথে দোকানীদের হুশিয়ার করা হয়, যেন পরবর্তীতে কোনো ধরনের তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচারিত না হয়। এছাড়া ভ্রাম্যমান আদালত মহাখালীতে ১৫টি পান- সিগারেটের দোকানে সোকেসের মাধ্যমে সিগারেটের বিজ্ঞাপণ প্রদর্শন দেখতে পান, যা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী নিষিদ্ধ। তিনি তা কালো রং দিয়ে নষ্ট করার নির্দেশ দেন। মহাখালী কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে ধূমপান করার অপরাধে ৫ জনকে এবং ধূমপানমুক্ত সম্বলিত সাইন না থাকায় একটি রেস্তোরাঁর ম্যানেজারকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী জরিমানা করেন এবং একটি সিগারেটের বিজ্ঞাপণ ধ্বংস করেন। এ সময় টার্মিনালে

বাকী অংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন...

(৩য় পৃষ্ঠার পর তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অমান্য ৫৫...)

অবস্থানরত ভূক্তভোগী ও পথচারিরা এ ধরনের মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য প্রশংসা করেন।

এই মোবাইল কোর্টের উল্লেখযোগ্য আরো কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তা হলো- ওয়ারীর অভিজাত সুপার সপ স্বপ্নকে পয়েন্ট অব সেল মাধ্যমে তামাকজাত দ্রব্য ঢাকা টোব্যকো কোম্পানীর মালবোরো সিগারেটের ব্যান্ড সম্বলিত বক্সের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পাশাপাশি কালো রং দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। এরই সাথে আরেকটি সুপারসপ বিগবাজারকে একই অপরাধে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যকো কোম্পানীর ব্রান্ড ব্যানসন এন্ড হ্যাডেজ এর বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য ২০ হাজার টাকা জরিমানা ও কালো রঙের প্রলেপ দিয়ে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ঢেকে দেয়া হয়। ধানমন্ডিতে মিনাবাজারে মোবাইলকোর্ট টিম পৌছানোর পূর্বেই তারা ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যকো কোম্পানীর ব্রান্ড ব্যানসন এন্ড হ্যাডেজ এর বিজ্ঞাপন পয়েন্ট অব সেল সরিয়ে ফেলে। ধানমন্ডির ৩নং রোডে আলম স্টোর নামের একটি দোকানে ঢাকা টোব্যকো কোম্পানীর মালবোরো সিগারেটের ব্যান্ড সম্বলিক বক্স ও সম্পূর্ণ দোকানে সিগারেটের বক্স দিয়ে সজ্জিত অবস্থায় দেখা যায়। এ সময় নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট এর অনুমতি ক্রমে ধানমন্ডি থানার পুলিশ কর্মকর্তাগণ দোকানের সকল বিজ্ঞাপন ধ্বংস করে। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লংঙ্ঘন করে বিজ্ঞাপন প্রচারের এই স্টোরকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করে। ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজে সহায়তা না করার জন্য তাদের হুশিয়ার করে দেয়া হয়।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন বিষয়ক ভ্রাম্যমান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গত ৪ জুলাই উত্তরার বিভিন্ন সেক্টরে এবং ২৭ আগষ্ট রাজধানীর মিরপুরের বিভিন্ন এলাকায় ধূমপান ও তামাক নিয়ন্ত্রণ সংশোধনী আইনের যথাযথ প্রয়োগের লক্ষ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন দিনব্যাপী ভ্রাম্যমান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ট্রাকের অস্থায়ী

মঞ্চে তামাক ও ধূমপান বিরোধী বাউল গান পরিবেশিত হয়। বাউল গানের মাধ্যমে ধূমপানের বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক ও সংশোধীত আইনের নতুন এবং সংশোধনকৃত দিক তুলে ধরা হয়। এসময় উপস্থিত জনগণের মধ্যে ধূমপানের বিভিন্ন ক্ষতিকর দিক সম্বলিত ব্রুশিয়ার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানটি সকাল ১০ টা থেকে শুরু করে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত চলে।

ধূমপান বিরোধী নাগরিক ফোরমের সভা

গত ১১ সেপ্টেম্বর ঢাকা -১৩ সংসদীয় মোহাম্মদপুর এলাকায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের উদ্যোগে একটি ধূমপান বিরোধী নাগরিক ফোরাম গঠিত হয়েছে। আরডিসি কনসার্ন ফাউন্ডেশনের সভাকক্ষে নাগরিক ফোরামের উদ্বোধন করেন নাগরিক ফোরমের আহবায়ক (সাবেক-৪৬) নং ওয়ার্ডের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক শেখ খলিলুর রহমান। তিনি আশা প্রকাশ করেন ধূমপান বিরোধী নাগরিক ফোরাম নিজেদের এলাকায় পাবলিক প্লেসে ধূমপান কমিয়ে আনার লক্ষ্যে কাজ করবে। পাশাপাশি তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম জোরদার করার প্রেক্ষিতে স্থানীয় সংসদ সদস্যদের মাধ্যমে সরকারের কাছে বিভিন্ন সুপারিশ তুলে ধরবে। অনুষ্ঠানে তামাক ও ধূমপানের ক্ষতি বিষয়ে একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন প্রকল্প সমন্বয়কারী এ কে এম আনিসুজ্জামান। এছাড়াও উক্ত সভায় নাগরিক ফোরমের সদস্য মোঃ শাহাবুদ্দিন বাবু (সহ-সভাপতি), মোহাম্মদপুর থানা স্বেচ্ছাসেবক দল, অরুনদয়ের তরুণ দল নির্বাহী পরিচালক শহিদুল ইসলাম বাবু, জালালাবাদ ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী পরিচালক এনাম আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া গত ৩০ জুলাই ঢাকা-৭ আসনে পিপলস ফোরাম এর ত্রৈমাসিক সভা ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন পরিচালিত মধুমিতা প্রকল্প অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। ফোরামের আহবায়ক হুমায়ুন কবিরের সভাপতিত্বে সভাটি পরিচালিত হয়। সভায় ফোরামের যুগ্ম আহবায়ক নাজিম উদ্দিন, ক্যামেলিয়া চৌধুরীসহ ১৩ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন । সভায় তিন মাসের একটি কর্মপরিকল্পনা করা হয়। কর্মপরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে- ফোরাম এর সদস্য দ্বারা সাইনেজ বিতরণ, তামাকের ক্ষতি ও পাবলিক প্লেস ও পরিবহণ ধূমপানমুক্ত রাখার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে ইমামদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও ৫টি স্কুল/কলেজে সচেতনতামূলক সভা করা। উল্লেখ্য গত ২৭ এপ্রিল সংসদ সদস্য ডাঃ মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন তাঁর সংসদীয় এলাকায় ধূমপান বিরোধী এই পিপলস্ ফোরামের উদ্বোধন করেন।

দুটি জেলার সকল রেস্তোরাঁকে ধূমপানমুক্ত ঘোষণা

রেস্তোরাঁয় কর্মরত এবং আগত ব্যক্তিবর্গের স্বাস্থ্যের উন্নয়নকল্পে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এবং বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি রেস্তোরাঁসমূহ শতভাগ ধূমপানমুক্ত রাখার লক্ষ্যে একসাথে কাজ করছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ৪ সেপ্টেম্বর কিশোরগঞ্জ এবং ২১ সেপ্টেম্বর দিনাজপুরে রেস্তোরাঁ ধূমপানমুক্তকরণের প্রয়োজনীয়তা শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন করে। উক্ত কর্মশালা দুটিতে কিশোরগঞ্জ এবং দিনাজপুর উভয় জেলার প্রায় ৯০ জন রেস্তোরার মালিক উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, রেস্তোরাঁ ধূমপানমুক্তকরণের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এসময় বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি এবং কিশোরগঞ্জ

ও দিনাজপুর রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি যৌথভাবে তাদের সকল রেস্তোরাঁকে ধুমপান মুক্ত ঘোষণা করেন। কিশোরগঞ্জ জেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান সিভিল সার্জন কমকর্তা ডাঃ মখলেসুর রহমান খান, এছাড়া বিশেষ অতিথি ছিলেন সদর উপজেলা চেয়ারম্যান ডাঃ মোহাম্মদ আবুল হাই কিশোরগঞ্জ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির সভাপতি আলহাজ বজুল করিম বরজু। দিনাজপুর

বাকী অংশ ৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন...

(৩য় পৃষ্ঠার পর দুটি জেলার সকল রেস্তোরাকে...)

জেলায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক (সার্বিক) আব্দুল মালেক। সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুর রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির সভাপতি শ্যামল কুমার ঘোষ, পৌর মেয়র সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলম, ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ডাঃ মাসতুরা বেগম,দিনাজপুর চেম্বারসহ- সভাপতি মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মাজেদুর রহমান দুলাল। উভয় কর্মশালাতে বাংলাদেশ রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি কমর উদ্দীন আহমেদ, এবং মহাসচিব মোঃ রেজাউল করিম সরকার উপস্থিত ছিলেন।

সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য চাই নিরাপদ প্রসূতি

গত ৪ জুলাই ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন কতৃক পরিচালিত উত্তরা "আরবান প্রাইমারী হেল্থ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রজেক্ট" এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো এক ভ্রাম্যমান সাংকৃতিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের মূল কথা ছিল "সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য চাই নিরাপদ প্রসূতি"। উত্তরার প্রায় ৪

লক্ষ জনসাধারণকে নিরাপদ ডেলিভারীর সম্পর্কে সচেতন করাই ছিল এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য। বিভিন্ন ধরনের গান, কবিতা, স্লোগান ও ছড়ার মাধ্যমে জনসাধারণকে বিষয়টি অবহিত করা হয়।

বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস উদ্‌যাপন

"কৈশোরে গর্ভধারণ, মাতৃ মৃত্যুর অন্যতম কারণ"এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ইউএনএফপিএ-র সহযোগিতায় কুমিল্লা জেলা পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের আয়োজনে কুমিল্লা এবং ঢাকায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে- উত্তরা "আরবান প্রাইমারী হেল্থ কেয়ার

সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রজেক্ট"এর আয়োজনে ১১ জুলাই বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস পালন করা হয়। উক্ত দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। দিবসে বিভিন্ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ঢাকায় র‍্যালির আয়োজন করা হয়। উক্ত র‍্যালি শাহাবাগে শুরু হয় এবং শেষ হয় ওসমানী মিলনায়তনে। র‍্যালি শেষে ওসমানী মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা করা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী "আ.ফ.ম. রুহুল হক। কুমিল্লা জেলার র‍্যালি উদ্বোধন করেন কুমিল্লা- ০৬ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব হাজী আ.ক.ম. বাহাউদ্দীন, র‍্যালিটি কুমিল্লা শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে টাউন হল চত্বর প্রাঙ্গণে এসে সমাপ্ত হয়। এরপর টাউনহল চত্বরের বীরচন্দ্র হলরুমে দিনের কর্মসূচির উপর আলোচনা সভা হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব হাজী আ.ক.ম. বাহাউদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ডাঃ মুজিব, সিভিল সার্জন কুমিল্লা, জনাব ডাঃ আজিজুর রহমান সিদ্দিকি বি,এম,এ সাধারণ সম্পাদক ও ডাঃ এ,বি এম শামসুদ্দীন উপ পরিচালক কুমিল্লা জেলা পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপত্বিত করেন মাননীয় জেলা প্রশাসক জনাব তোফাজ্জল হোসেন মিয়া। দিনের প্রতিপাদ্যর বিষয়ের উপর আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার প্রকল্পের প্রকল্প ব্যস্থাপক মোঃ গোলাম রসুল এবং ডাঃ আব্দুস সামাদ ফকির কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের প্রধান মেডিকেল অফিসার আলোচনা করেন। পরবর্তীতে স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে রচনা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

গার্মেন্টস কর্মীদের সাথে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে সচেতনতামূলক ওরিয়েন্টেশন

আরবানপ্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারী প্রজেক্টের জিএফএটিএম, ডিএনসিসি, পিএ-০৫এর আয়োজনে ২৯ আগষ্ট ২০১৩ এম/এস মা প্রিন্টিং এবং ২ সেপ্টেম্বর মারস ফ্যাশন, এর ৫০ জন গার্মেন্টস কর্মীদের, নিয়ে যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণের উপর সচেতনতামূলক ওরিয়েন্টেশন সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় ইউপিএইচসিএসডিপি, ডিএনসিসি, পিএ-০৫, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন-এর প্রকল্প ব্যবস্থাপক মাহ্ফিদা

দীনা রুবাইয়া, ডাঃ দিলরুবা ইসলাম, ফিজিশিয়ান,আমেনা খাতুন, মনিটরিং এ্যান্ড ইভালুয়েশন অফিসার, জিএফএটিএম, উপস্থিত ছিলেন। সভায় প্রকল্প ব্যবস্থাপক মাহ্ফিদা দীনা রুবাইয়া, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এর ইউপিএইচসিএসডিপি পি-৫-এর প্রাইমারী স্বাস্থ্যসেবা, ক্লিনিক পরিচিতি তুলে ধরেন। পাশাপাশি সুলভ মূল্যে ডেলিভারী কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করেন। ডাঃ দিলরুবা ইসলাম, ফিজিশিয়ান, পিএইচসিসি-৩ যক্ষ্মা রোগ এবং এর প্রতিরোধ এ রোগীদের নিয়মিত এবং সম্পূর্ণ চিকিৎসা সম্পন্ন করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। এছাড়াও ডট্স চিকিৎসা পদ্ধতি, ঔষধের সম্ভাব্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ও ব্যাবস্থাপনা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। আমেনা খাতুন, মনিটরিং এ্যান্ড ইভালুয়েশন অফিসার, জিএফএটিএম বাংলাদেশে যক্ষ্মার বর্তমান অবস্থা, যক্ষ্মা রোগ সম্পর্কে সামাজিক ধারণা এবং যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণে সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অংশগ্রহণকারীদের করণীয় নিয়ে আলোচনা করেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকের কুফল ও ভয়াবহতা নিয়ে স্থানীয়ভাবে প্রচারের উপর গুরুত্ব দিতে হবে

গণমাধ্যম ও সমাজ কর্মীর সাথে মধুমিতা প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়ে গত ১৮ সেপ্টেম্বর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের চাঁনখারপুল আমিক মধুমিতা সেন্টারে এক মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় গণমাধ্যম কর্মী এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গসহ মোট ১৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভার শুরুতেই কমিউনিটি কাউন্সেলর জনাব মীর শাহীন শাহ্ গণমাধ্যম কর্মীর সাথে মধুমিতা প্রকল্পের কার্যক্রমের ভূমিকা ও তিন মাসের অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। উপস্থিত সকলে মধুমিতার কার্যক্রমকে মাদক সেবীদের সমাজিক উন্নয়নের অংশ হিসেবে দেখছেন। সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যে, আমিক-মধুমিতা প্রকল্পের মাদক ও এইচআইভি প্রতিরোধের কার্যক্রম সম্পর্কে যাতে মানুষকে আরো বেশি জানাতে পারে এবং এর মাধ্যমে সেজন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকের কুফল ও ভয়াবহতা নিয়ে স্থানীয়ভাবে প্রচারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ ছাড়া দূর্নীতি চিত্র ও স্বাধীনতম পত্রিকার উভয় সাংবাদিক তাদের পত্রিকায় মাদক সেবীদের ইতিবাচক বিষয়গুলো তুলে ধরবেন।

লিগ্যাল সার্পোট সিস্টেম এর সাথে সভা

মধুমিতা প্রজেক্টের অগ্রগতি নিয়ে লিগ্যাল সার্পোট সিস্টেম এর সাথে গত ২৫ সেপ্টেম্বর একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সমাজ সেবক, মানবাধিকার কর্মী, উকিল, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং রিকভারি সদস্যসহ মোট ১৫ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। কাউন্সেলর আমির হোসেন মধুমিতা প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

উক্ত কমিটির সভাপতি এ্যাডভোকেট মোস্তাক আহমেদ সরকার আইডি ইউ দের সহযোগিতার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। এছাড়াও কমিটির সদস্য বিশিষ্ট সমাজ সেবক এ্যাডভোকেট শাহ আলম বলেন যে, "আল্লাহ তাআলা মানুষকে শুধুমাত্র তাঁর এবাদত করার জন্যই পাঠান নি, মানুষের সেবা করার জন্যও পাঠিয়েছেন"। উক্ত কমিটির সভাপতি মোঃ নাজিমউদ্দিন আহম্মেদ বলেন আমরা কমিটির সকল সদস্যরা প্রতিটি মিটিং এ উপস্থিত থাকব এবং সবাই মিলে মানব সেবায় কাজ করব।

মাদক নিয়ন্ত্রণে সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সমন্বয় সভা

সরকারি ও বেসরকারি সমাজ উন্নয়ন কর্মীদের সাথে আমিক-মধুমিতা প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়ে ২৭ আগস্ট আমিক-মধুমিতা প্রকল্পের চানখাঁরপুল সেন্টারে সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সমন্বয় সভা আয়োজন করা হয়। উক্ত সমন্বয় সভায় উপস্থিত ছিলেন একটি সরকারি ও ০৯টি এনজিও এবং ১টি জিও এর ১৩জন প্রতিনিধি। সভায় সভাপতিত্ব করেন আমিক-মধুমিতা প্রকল্পের কেন্দ্র-ব্যবস্থাপক জাহাঙ্গীর হোসেন। একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তি যাতে সকল ধরনের নিযার্তন থেকে রেহাই এবং সুরক্ষা পেতে পারে সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এই সভা অনুষ্ঠিত সভায় জিও/এনজিও সমন্বয় সভায় উপস্থিত বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধিরা তাদের প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম তুলে ধরেন। সেই সাথে সম্মিলিত ভাবে পারস্পারিক সহায়তার মাধ্যমে নিজ নিজ কার্যক্রম আরও গতিশীল করার জন্য করার প্রতিশ্রুতিও ব্যক্ত করেন।

মাদকমুক্ত থাকার জন্য পরিবারের সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

মাদক নির্ভরশীল ব্যক্তির মাদক থেকে মুক্ত থাকার জন্য দীর্ঘমেয়াদী মাদক চিকিৎসা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই চিকিৎসা পরবর্তীতে মাদক মুক্ত জীবন পরিচালনার জন্য পরিবারের সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়ে গত ২৭ আগষ্ট আমিক কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এবং ২০ সেপ্টেম্বর ঢাকা আহছানিয়া মিশনের যশোরস্থ মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পূনর্বাসন কেন্দ্রে ফ্যামিলী সার্পোট গ্রুপ শেয়ারিং মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মিটিং-এ একজন ব্যক্তি সম্ভাব্য কী কী কারণে ড্রাগ নিতে পারে, ড্রাগ নেয়ার পূর্বে তার শারিরীক, মানসিক ও আচরণের কী কী পরিবর্তন হয় এবং চিকিৎসা পরবর্তী পরিবারের কী কী করণীয়, তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। উপস্থিত অভিভাবকগণ তাদের নিজেদের একটি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা আলোচনা করেন।

যশোর সেন্টারে ঈদ উদ্‌যাপন

গত ৯ আগস্ট পবিত্র ঈদুল ফিতর অনুষ্ঠিত হয়। যার ছোয়া পড়েছিল ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের যশোরের মাদকাসক্ত চিকিৎসা কেন্দ্রেও। ঈদ উপলক্ষ্যে সেন্টারে কয়েকদিন ধরে উৎসবের আমেজ বিরাজ করছিল। ইন হাউজের সমস্ত ক্লায়েন্ট ও স্টাফবৃন্দ ঈদের আগের দিন পুরো সেন্টার পরিষ্কার করে ও সুন্দরভাবে সাজান।

ঈদের নামাযের মধ্য দিয়ে ঈদ উদ্‌যাপন শুরু হয়। এ উপলক্ষ্যে একটি দেয়াল পত্রিকা প্রকাশ করা হয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন সেন্টার ইনচার্জ মোঃ মহসিন মৃধা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পিয়ার কাউন্সিলর মোঃ শোয়েব মাহমুদ, মোঃ জাফরউল্লাহ। এছাড়াও ঈদ উপলক্ষ্যে বিশেষ খাবারের ব্যাবস্থা করা হয়। ঈদের পরদিন সমস্ত অভিভাবকদের সাথে ইনহাউজ ক্লায়েন্টদের দেখা হয় এবং শুভেচ্ছা বিনিময় হয়।

১লা ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস্ দিবস পালন করুন।

WORLD AIDS DAY

গাজীপুর আমিক সেন্টারে পারিবারিক বনায়ন কর্মসূচি

গাজীপুরের আমিক সেন্টারে ৩১ আগস্ট পারিবারিক বনায়ন উপলক্ষে গাছের চারা বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। আমিক ও লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা ওয়েসিস আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে

স্থানীয় জনসাধারণের মাঝে ৪টি করে গাছের চারা বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। এ উপলক্ষে লায়ন্স ক্লাব ঢাকা ওয়েসিস ৬টি নতুন স্টিকারের মোড়ক উন্মোচন করে। অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল আমিক সেন্টারের রোগীদের পরিবেশনায় জন সচেতনতামূলক নাটকের মঞ্চায়ন। অনুষ্ঠানটি শেষ হয় সেন্টারের চিকিৎসারত রোগী অনন্ত ও টনির যৌথ পরিচালনায় এই নাটিকার মাধ্যমে। নাটকটির পোশাক পরিকল্পনায় ছিলেন কেন্দ্রে চিকিৎসারত সাদিক। জারি গান পরিবেশনা করেন কেন্দ্রে চিকিৎসারত রোগী মাহফুজ ও তার দল। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সার্বিক পরিকল্পনা ও ব্যাবস্থাপনায় ছিলেন নাঈম খান সুমন (সহঃ প্রোগ্রামার) আমিক সেন্টার, গাজীপুর।

কেস ম্যানেজমেন্ট শীর্ষক ওরিয়েন্টেশন

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের- আমিক অফিসে মাদকাসক্তদের চিকিৎসায় কেস ম্যানেজমেন্ট শীর্ষক এক ওরিয়েন্টেশনের আয়োজন করা হয়। উক্ত ওরিয়েন্টেশনে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের- আমিক এর অধীনে পরিচালিত ৩ টি মাদকাসক্ত চিকিৎসা কেন্দ্র হতে মোট ১১ জন

স্টাফ যোগদান করেন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ইকবাল মাসুদের পরিচালনায় সারাদিনব্যাপী উক্ত ওরিয়েন্টেশনটি অনুষ্ঠিত হয়।

ওরিয়েন্টেশনে কেস ম্যানেজমেন্ট কী এবং কেন মাদকাসক্তদের চিকিৎসার জন্য এটা প্রয়োজন তা নিয়ে আলোচনা হয়। তিনি বলেন, বাংলাদেশে কেস ম্যানেজমেন্টের ধারনাটি খুব বেশি পুরোনো নয়। কিন্তু মাদকাসক্তদের চিকিৎসার জন্য কেস ম্যানেজমেন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরও বলেন, মাদকাসক্ত চিকিৎসা কেন্দ্রে একজন রোগীর সাথে কেস ম্যানেজারের সার্বক্ষণিক যোগাযোগ থাকা উচিত। কেস ম্যানেজারকেও রোগীদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হবে যাতে রোগীরা তার উপর আস্থা রাখতে পারে। রোগীর যাবতীয় প্রয়োজন সম্পর্কে কেস ম্যানেজারকে সজাগ থাকতে হবে এবং গুরুত্ব অনুযায়ী তাদের সমস্যাগুলোর সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে। এ সময়ে তিনি উপস্থিত অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকেও তাদের মতামত গ্রহণ করেন। এছাড়া আমিকের সমন্বয়কারী শেখর ব্যানার্জী কীভাবে কেস ম্যানেজার রোগীদের অ্যাসেসমেন্ট করবে সে বিষয়ে ধারণা প্রকাশ করেন। এ সময়ে অংশগ্রহণকারীরা ২ দলে ভাগ হয়ে প্রতীকিভাবে ২ জন রোগীর কেস অ্যাসেসমেন্ট করেন। অংশগ্রহণকারীরা এ ধরনের আয়োজনে আংশগ্রহণ করতে পেরে তাদের সন্তোষ প্রকাশ করেন। তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, তারা নিজ নিজ সেন্টারে এই ওরিয়েন্টেশনের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবেন।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা পদ্ধতি শীর্ষক ওরিয়েন্টেশন

গত ২৮ সেপ্টেম্বর ঢাকা আহছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র গাজীপুরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর একটি বিশেষ টিম পরিদর্শনে যান। তাদের উপস্থিতিতে উক্ত সেন্টারে মাদকাসক্তি চিকিৎসা পদ্ধতি শীর্ষক একটি ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর অতিরিক্ত পরিচালক শামসুল ইসলাম। এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর উপ পরিচালক আবুল হোসেন ও সহকারী পরিচালক হামিমুর রশীদ।

আমিকের সমন্বয়কারী শেখর ব্যানার্জীর পরিচালনায় ৩ টি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনার মাধ্যমে ওএসটি, মাদক প্রতিরোধ ও এর চিকিৎসা পদ্ধতি এবং এইচআইভি-র বিষয়ে আলোচনা করা হয়। ওএসটি নিয়ে আলোচনা করেন আইসিডিডিআরবি-র ফোকাল পার্সন (ওএসটি) সাইমুম সায়েম, মাদক প্রতিরোধ ও চিকিৎসা নিয়ে আলোচনা করেন আমিকের প্রোগ্রাম অফিসার জাহিদ ইকবাল ও এইচআইভি নিয়ে আলোচনা করেন এম সালেহীন ম্যানেজার-আইডিইউ সেভ দ্যা চিলড্রেন বাংলাদেশ। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পর্যায়ের মোট ৬৫ জন সরকারি কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

আমিকের নতুন প্রকাশনা

২০১৩ সালে আমিকের ৫ টি নতুন উপকরণ প্রকাশিত হয়। এগুলোর মধ্যে আছে- ব্রুশিয়ার, লিফলেট ও নির্দেশিকা। এডিকশন ম্যানেজমেন্ট এন্ড ইন্ট্রিগ্রেটেড কেয়ার শিরোনামে আমিক এর সকল কার্যাবলী, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং তার চলমান প্রকল্পগুলো সম্পর্কে একটি ব্রুশিয়ার প্রকাশ করা

হয়। পাশাপাশি মাদকনির্ভরশীলতা বিষয়ে অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তাদের যে সকল বিষয় জানা প্রয়োজন তার উপর ভিত্তি করে আমিক আরেকটি লিফলেট তৈরি করে। এই প্রকাশনাটির সহযোগিতায় ছিল কলম্বো প্ল্যান ড্রাগ এ্যাডভায়জারি প্রোগ্রাম। ঢাকা উত্তর এবং দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের জন্য আমিকের সহযোগিতায় এবং সিটিএফকের অর্থায়নে দুটি ধূমপানমুক্তকরণ নির্দেশিকা প্রকাশিত হয়। এছাড়া আমিকের মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পূনর্বাসন কেন্দ্রে চিকিৎসার ধরন, প্রকৃতি, মেয়াদ ও প্রতিদিনের কর্মসূচির বিষয়ে একটি লিফলেট প্রকাশ করা হয়েছে।

দিল্লিতে অনুষ্ঠিত একুশ শতকের জন স্বাস্থ্যের অগ্রাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আমিক প্রতিনিধির অংশগ্রহণ

গত ১০ থেকে ১২ সেপ্টেম্বর ভারতের রাজধানী নয়া দিল্লীর তাজ প্যালেস হোটেলে অনুষ্ঠিত হলো একুশ শতকের জন স্বাস্থ্যের অগ্রাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন। পাবলিক হেলথ ফাউন্ডেশন অব ইন্ডিয়া এই সম্মেলনটির আয়োজন করে। আন্তর্জাতিক এই সম্মেলনে পঞ্চাশটিরও বেশি দেশের দুই শতাধিক প্রতিনিধি এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন সংস্থার নয় জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের আমিক কার্যক্রমের সহকারী পরিচালক ইকবাল মাসুদ অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনের উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে ভারতের সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ এবং বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রী গোলাম নবী আজাদ বক্তব্য রাখেন।

ইন্টারন্যাশনাল সার্টিফাইড এডিকশন কাউন্সেলর ক্রিডেনশাল অর্জন করলেন ইকবাল মাসুদ

আমেরিকার ন্যাশনাল এসোসিয়েশন ফর এ্যালকোহলিজম এন্ড ড্রাগ এবিউজ কাউন্সিলস্ (এনএএডিএসি)-এর স্বিকৃতি প্রাপ্ত দ্যা কলম্বো প্লান এশিয়ান সেন্টার ফর সার্টিফিকেশন এন্ড এডুকেশন অব এডিকশন প্রফেশনালস্ (এসিসিই) এর কার্যক্রমের আওতায় ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ইকবাল মাসুদ প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে ইন্টারন্যাশনাল সার্টিফাইড এডিকশন কাউন্সিলর লেভেল-১ এর ক্রিডেনশাল অর্জন করেছেন। গত ২৯ জুলাই ২০১৩ থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় তিনি অংশগ্রহণ করেন। উক্ত পরীক্ষায় মালয়েশীয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ভারত, পাকিস্থান, শ্রীলংকা, ভুটান, মালদ্বীপ, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপাইন, উজবেকিস্থান এর প্রায় ৬০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারী প্রার্থীরা ইতোপূর্বে মালয়েশিয়ায় দুটি, থাইল্যান্ডে দুটি পরীক্ষায় পাশ করার পরে চূড়ান্ত পর্বে অংশগ্রহণের সুযোগ পান। পরীক্ষার বিষয়বস্তু ছিল ফিজিওলজী, ফার্মাকোলজী, কন্টিনিমাম অব কেয়ার, কো-ওকারিং মেন্টাল এন্ড মেডিকেল ডিজঅর্ডারস্, কাউন্সিলিং স্কিলস্, ট্রিটমেন্ট প্লানিং, কেস ম্যানেজমেন্ট, ক্রাইসিস ইন্টারভেনশন এবং ইথিকস। দ্যা কলোম্ব প্লান- এসিসিই ইউ এস ডিপার্টমেন্ট অব স্টেটস্ ব্যুরো অব ইন্টারন্যাশনাল নার্কোটিকস্ এন্ড ল এনফোর্সমেন্ট এ্যাফেয়ার্স (আইএনএল) এর আর্থিক সহযোগীতায় এই কোর্সটি পরিচালিত হচ্ছে।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সম্পর্কে জানতে ফোন করুন:
গাজীপুর: ০১৭৭২৯১৬১০২, যশোর: ০১৭৮১৩৫৫৭৫৫৫,
ঢাকা: ০১৬৭৩০৯৫২৩৬, ৮১৫১১১৪

DHAKA AHSANIA MISSION
ADDICTION MANAGEMENT & INTEGRATED CARE (AMIC)
Since 1990

আমিক, বাড়ি- ৩/ডি, সড়ক-১, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক প্রকাশিত এবং শব্দকলি প্রিন্টার্স, ৭০ বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট কাঁটাবন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন: ৮১৫১১১৪, মোবাইল: ০১৬৭৩০৯৫২৩৬ ই-মেইল: info@amic.org.bd, amic.dam@gmail.com, Web: www.amic.org.bd